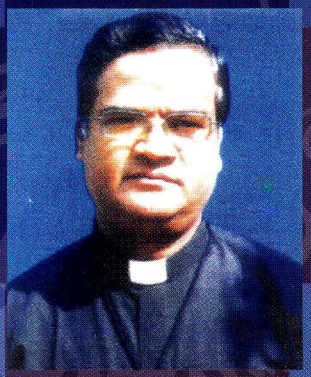

স্থানীয় পালক পুরোহিত'র বাণী

মঠবাড়ী খিস্টান কো-অপারেটেভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড তাদের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরের পুর্তি উৎসব পালন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্তমান সকল কর্মকর্তা ও পরিচালক মন্ডলী এবং এর সকল সদস্য সদস্যাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। যারা নানারকম ঝক্কি-ঝামেলার কথা জেনেও বর্তমান এই কঠিন সময়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যে কোন জুবিলী বা বার্ষিকী উৎযাপন হলো শিকড়ে ফিরে তাকানোর উত্তম সময়। সুদীর্ঘ ৫০ বছর আগে যারা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যারা মারা গেছেন তাদের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি প্রয়াত ফাদার চার্লস ইয়াং কে যিনি বাংলাদেশে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার সুদূর প্রসারী সুন্দর চিন্তার কারনে আজ বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এসেছে। ক্রেডিটের প্রথম ১০০ জন সদস্যদের মধ্যে আজো যারা জীবিত তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তারা কালের স্বাক্ষী হয়ে আজো বেঁচে আছেন আমাদের আজকের আনন্দের অংশী হবার জন্য।

আজকের এই বিশেষ দিনে মঠবাড়ী ক্রেডিট এবং সারা দেশের সকল ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটা বিষয় মনে রাখার অনুরোধ রাখিঃ

১. ক্ষমতার লড়াই/লোভঃ ক্রেডিট একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এর পদ ও পদবী নিয়ে বিরোধ, দন্দ-কলহ এবং সমাজে স্থায়ী ভাঙ্গন একদম কাম্য নয়। আমরা রাজনৈতিক নেতাদের কত সমালোচনা করি কিন্ত আমাদের মধ্যেও অনেকে রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা লোভী মানুষ আছে যারা আমাদের সমাজকে একটা কঠিন অবস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

২. টাকা দিয়ে পদ কেনাঃ আমাদের ক্রেডিট, হাউজিং এর নির্বাচনের কথা আসলেই অনেক টাকা পয়সা ছড়ানো-ছিটানোর কথা শোনা যায়, টাকা দিয়ে ভোট কেনা-বেচার কথা শোনা যায়। টাকা দিয়ে ভোট কেনা গেলেও টাকা দিয়ে সম্মান-আন্তরিক সমর্থন পাওয়া যায়না।

৩. ক্রেডিটের মালিক সদস্য-সদস্যরাঃ যে কোন ব্যাংক এর ম্যানেজার, ব্যাংক এর মালিক নন বা ব্যাংক এ রক্ষিত টাকা পয়সার মালিকও নন। ব্যাংক এর ম্যানেজার কোটিপতি নাও হতে পারে কিন্ত যারা টাকা জমা রাখেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোটিপতিও হতে পারেন। গড়হবু রং চড়বিৎ. টাকার মালিকের ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্ত ব্যাংক বা ক্রেডিটের কর্মকর্তা যিনি টাকা দেখাশোনা করেন তিনি ক্ষমতার অধিকারী কিনা জানিনা। তাই ব্যাংক বা ক্রেডিটে রক্ষিত বা গচ্ছিত টাকার জন্য কর্তকর্তা-কর্মচারীদের মালিকগিরি ফলনোর কোন অর্থ হয়না, টাকার প্রকৃত মালিক সদস্য-সদস্যারা। কিন্ত অনেক ক্রেডিটের কর্মকর্তারা নিজেকে অসীম ক্ষমতাশালী মনে করে, তারা অনেকে নিজেকে বিশ্ব বিজয়ী মনে করে।

৪. সাংগঠিক দক্ষতাঃ একটা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করতে হলে পরিচালক বা পরিচালক মন্তলীর সাংগঠনিক দক্ষত্ থাকা দরকার। ছেলেমানুষী দিয়ে বা নিজের খেয়াল খুশীমত মাটির তৈরী পুতুলের বিয়ে দেয়া সম্ভব, সংগঠন চালানো সম্ভব নয়।

৫. ক্ষতমার অপব্যবহারঃ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে অবশ্যই তার ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হতে হবে, ক্ষমতার কোনরকম অপব্যবহার না করলেই ভাল। ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচারিতা অধীনস্থদের কাম্য নয়। ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সদস্য-সদস্যাদের প্রতি সম্মানবোধ বজায় রাখতে হবে।

৬. ব্যক্তিগত আক্রোশঃ ক্রেডিট বা অন্য যে কোন গনমুখী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-পরিচালক হয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর প্ল্যাটফর্ম মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে।

৭. সম্মিলিত সিদ্ধান্তঃ ক্রেডিট জনগনের প্রতিষ্ঠান, জনগন এর মালিক। এর পরিচালক মন্ডলী হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগনের দ্বারা নির্বাচিত বা মনোনীত তাদের অর্থের সর্বোচ্ছ ব্যবহারে মাধ্যমে বা প্রয়োজনীয় ঋণ আদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য সেবক সেবিকা মাত্র। যেহেতু টাকার মালিক সদস্যারা তাই এই প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকান্ড বিশেষভাবে ব্যতিক্রমধর্মী বড় কোন কাজের জন্য, উৎসবের জন্য শুধু বোর্ড ছাড়া আরো বৃহৎ পরিসরে জনগনের মতামত যাচাই বাছাই করা দরকার এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাজ করা দরকার।

৮. মন্ডলী কেন্দ্রিকঃ ক্রেডিট শুরু করেছিলেন একজন যাজক এবং খ্রিস্টান ক্রেডিটগুলোর সব সদস্য-সদস্যারাই কোন না কোন মন্ডলীর/ধর্মপল্লীর অধীন। তাই আমি মনে করি এখনো খ্রিস্টান ক্রেডিটগুলো মন্ডলী কেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ।

আজকের এই শুভদিনে আমি আবারো এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং উত্তর উত্তর এর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু, সিএসসি
পালক পুরোহিত